গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এপ্রিল ২০২৩ এর মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোস্তফা কামাল সচিব
সভার তারিখ	২৭.০৪.২০২৩
সভার সময়	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-কঃ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ। পরিশিষ্ট-খঃ সভায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ।

সভাপতি কর্তৃক সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। তিনি আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণ/প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্য -বিবরণী অনুমোদন**	গত ৩০-০৩-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয় । কোন সংশোধনী না থাকলে তা নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে মর্মে সভাকে অনুরোধ করা হয়।	কোন সংশোধনী না থাকায় গত ৩০-০৩-২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	-
২.	**বার্ষিককর্ম সম্পাদন চুক্তি**	এপিএফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভায় জানান, এপিএ-তে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার এপিএ টীম কর্তৃক নিয়মিত সভা করা হয়। তিনি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ'র খসড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। সভাপতি কর্তৃক এপিএ'র সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকলকে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ'র খসড়া দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১)এপিএ'র সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল এপিএ টীম নিয়মিত সভা করবে। দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ ও মন্ত্রণালয়ের এপিএ টীম লিডার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (২)নির্ধারিত সময়ে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ'র খসড়া দাখিল করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধান (সকল)। ২.এপিএ টিম লিডার নৌপম।

৩.	**ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ইনোভেশন এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ**	সিস্টেম এনালিস্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/ সংস্থা সমূহের ই-নথি কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন।তিনি জানান যে, ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অনুযায়ী ৮৫% ফাইল ই-নথিতে সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৯৪.৪৪% ফাইল ই-নথিতে সম্পন্ন করেছে। সংস্থা সমূহের অগ্রগতি সন্তোষজনক। তবে মোবক, স্থলবন্দর এবং টিসি এর কার্যক্রম আরো বেগবান করা প্রয়োজন। সভাপতি কর্তৃক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ই-নথিতে কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১.মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ই-নথিতে নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১.দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ। ২.সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপম।
৪.	**অডিটআপত্তি নিষ্পত্তিকরণ**	উপসচিব (অডিট ও আইন) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের ৩৯০টি সাধারণ অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, ৮৪৪টি অগ্রিম অডিট আপত্তি ও ১৫১টি খসড়া অডিট আপত্তিসহ মোট ১৩৮৫টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে; যার সাথে জড়িত অর্থের পরিমান ১৩৯৭৫.৮১ কোটি টাকা। ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন শীষক প্রকল্পের নিস্পত্তিকৃত ১৮টি আপত্তি, মোট নিষ্পত্তির পরিমান ১৯,৭৪,৩২, ০৮৮/- (উনিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ বত্রিশ হাজার আটাশি) টাকা। মোট নিষ্পত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ৫৫.৫২ কোটি টাকা। তিনি জানান দপ্তর/সংস্থা সমূহের সর্বোচ্চ আর্থিক জড়িত ৫টি অডিট আপত্তি জনিত আপত্তির তথ্য চবক এবং বিএসসি কর্তৃক পাওয়া গেছে। সভাপতি অডিট আপত্তি সমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১.মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. দপ্তর/সংস্থা সমূহের সর্বোচ্চ আর্থিক ৫টি অডিট আপত্তি চিহ্নিত করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১.সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন).নৌপম

৫.	**দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত তথ্য**	উপসচিব (অডিট ও আইন) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মোট দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৫০৭ টি। ৪৮৬ টির জবাব দাখিল করা হয়েছে। ২১ টির জবাব দাখিল করা হয়নি। যথাসময়ে জবাব দাখিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলা সমূহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	দপ্তর/সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন),নৌপম।
৬.	**তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)**	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সভায় জানান, সেবা গ্রহীতাগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। তিনি জানান (১) তথ্য অধিকার আইনের ৫ নং ধারার বিধান মোতাবেক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে/হচ্ছে। ২. তথ্য অধিকার আইনের ৬ ধারা মোতাবেক স্ব প্রণোদিত তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস করণসহ সকল তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। ২০২১-২২ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। সভাপতিএ বিষয়ে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ/ ওয়েবসাইট নিয়মিত আপলোড করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. সেবা গ্রহীতাগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. এ বিষয়ে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ/ ওয়েবসাইট নিয়মিত আপলোড করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. মন্ত্রণালয়েরে এ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

৭	**পদনাম পরিবর্তন সংক্রান্ত**	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মোবক, বাস্থবক, পাবক এবং জানরক এর পদনাম/পদবি পরিবর্তন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চবকের পদনাম পরিবর্তন প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পদ সমূহ সৃজনের জিও প্রেরণ করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়েছে। চবক কে ০৯-০১-২০২৩ তারিখে এ বিষয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে। এখনো জবাব পাওয়া যায়নি। বিআইডব্লিউটিসি'র পদনাম পরিবর্তনের বিষয়ে চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। কার্যক্রম চলমান। বিআইডব্লিউটিএ'র পদনাম/পদবি পরিবর্তনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ হতে কিছু তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে। উক্ত তথ্যাদি বিআইডব্লিউটিএ এর নিকট চাওয়া হয়েছে।	১.মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।	১.সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা, নৌপম। ২.চেয়ারম্যান, জানরক/চবক/মোবক/পাবক/বাস্থবক/ বিআইডব্লিউটিসি/ বিআইডব্লিউটিএ।
৮	**বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ**	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ যুগোপযোগী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (১) The Ports Act, 1908-এর পরিবর্তে বাংলা ভাষায় 'বন্দর আইন, ২০১৯' প্রণয়নের লক্ষ্যে তুলনামূলক বিবরণী (বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট বিধান, প্রস্তাবিত বিধান ও প্রস্তাবিত বিধানের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা) সন্নিবেশ করে প্রণিতব্য আইনের খসড়ার ১৫ (পনের) সেট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৩-১০-২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। 'বন্দর আইন, ২০১৯' এর খসড়া প্রমিতকরণের জন্য বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো)-তে প্রেরণের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (২) "Bangladesh Inland Water Transport	সকল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক ১. বন্দর আইন ২০১৯; ২. "Bangladesh Inland Water Transport Corporation (Amendment) Act, 2023" ৩. "বন্দর সংরক্ষণ আইন, ২০২৩"; ৪."বাংলাদেশ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন আইন, ২০২১" এবং ৫ "অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল আইন, ২০২১" প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/মোবক; ২.মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর ৩ উপসচিব, (টিএ/টিসি/ মোবক/জাহাজ শাখা), নৌপম।

		Corporation Order, 1972 সংশোধনের নিমিত্ত "Bangladesh Inland Water Transport Corporation (Amendment) Act, 2023"শিরোনামে আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (৩) "The Protection of port (Special measures) Act 1948" পরিবর্তে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে "বন্দর সংরক্ষণ আইন, ২০২৩" এর প্রণীত খসড়া নিয়ে ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে প্রণীত খসড়ার বিষয়ে চবক, মবক, পাবক, বিআইডব্লিউটিএ ও নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নিকট মতামত চাওয়া হয়েছে। মতামত পাওয়া গেছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (৪) The Merchant Shipping Ordinance, 1983কে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে "বাংলাদেশ বানিজ্যিক নৌপরিবহন আইন, ২০২১" এর খসড়া প্রণয়ন করে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা হয়। পরবর্তিতে বাবাকো হতে প্রমীতকরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ১২-০৯-২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পর্যবেক্ষণের আলোকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের মাধ্যমে সংশোধন পূর্বক আইনের খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (৫) The Inland Shipping Ordinance, 1976 কে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে "অভ্যন্তীরণ নৌ চলাচল আইন, ২০২১" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তিতে খসড়া আইনটি প্রমীতকরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১ম সভার		

		পর্যবেক্ষণের আলোকে সংশোধিত কপি পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে ২০-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখে দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধিত খসড়ার ১৫ (সেট) গত ০৫-০১-২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বর্ণিত ৫টি আইন প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৯	**শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত**	উপসচিব (চাবক) জানান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের অনেক পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদসমূহ জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা প্রয়োজন। সভাপতি জানান যে সকল দপ্তর/সংস্থার নিয়োগ সাময়িক বন্ধ ছিল সে সকল স্থগিতাদেশ অত্র সভার মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হলো। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে পত্র জারি করতে হবে। তিনি মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ দ্রুত পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ সকল দপ্তর ও সংস্থার শূন্যপদে দ্রুত জনবল নিয়োগ প্রদান করতে হবে।	১.অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), নৌপম ২.সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান
১০	বিবিধ:			
	১০.১ আইডব্লিউটিএর ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ সংক্রান্ত।	উপসচিব (টিএ) সভাকে জানান যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের তৎকালিন অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা- ১) জনাব এস এম ফেরদৌস আলম-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটির আহবায়কের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ২২-১১-২০২২ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যস্থতায় দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান এ বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রেরণের জন্য গত ০৮-০১-২০২৩ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআইডব্লিউটিএ এর বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত দ্রুত প্রস্তাব পেশ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও ২.উপসচিব (টিএ) নৌপরিবহন মন্ত্রণায়।

	১০.২বিভাগীয় মামলার তথ্য প্রেরণ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, মার্চ ২০২৩ মাসে নিষ্পত্তি ১টি, মার্চ ২০২৩ মাসে দায়ের ৩টি, পূর্বের জের ২টিসহ বর্তমানে চলমান ৫টি মামলা। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ২টি মামলা তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমান। তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ৩টি মামলা ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের পর্যায়ে রয়েছে। সভাপতি দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণকে তাদের বিভাগীয় মামলার বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব, প্রশাসন-১ শাখা, নৌপম।
	১০.৩ পাবক-এর পরিচালক অর্থ/যুগ্ম পরিচালক (এস্টেট) পদে নিয়োগ প্রসঙ্গ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভাকে জানান যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে পাবকের পরিচালক (অর্থ) এবং যুগ্মপরিচালক (এস্টেট) পদে প্রেষণে নিয়োগ প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে যুগ্মপরিচালক (এস্টেট) পদে একজন কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরিচালক (অর্থ) পদে কোন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়নি। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সভাপতি পদসমূহ জরুরী ভিত্তিতে পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	পরিচালক (অর্থ) পদটি জরুরি ভিত্তিতে পুরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতেহবে এবং পদটি পূরণের জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, পাবক ও উপসচিব (পাবক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	১০.৪ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ সালের বাজেট বাস্তবায়ন ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত।	উপসচিব (বাজেট) কর্তৃক সভায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের২০২২-২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ২০২১-২২ সালের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ ভাবে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	যথাযথভাবে মন্ত্রণালয়ের ২০২২--২৩ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব, বাজেট শাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

	১০.৫ মোবক-এর গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালা এবং কর্মচারী প্রবিধানমালা অনুমোদন	উপসচিব (মোবক) জানান যে, গৃহনির্মান ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ০৫-০১-২০২৩ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (বন্দর) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০২২ এর ৫৮ ধারার ক্ষমতা বলে কর্মচারী প্রবিধানমালা ২০২৩ প্রণয়নের জন্য পূর্নাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ৮ জানুয়ারি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং গৃহনির্মাণ নীতিমালা ও কর্মচারী প্রবিধানমালা বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	মোবক-এর গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালা ও কর্মচারী প্রবিধানমালা বাস্তবায়নেরব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ২. উপসচিব (মোবক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
	১০.৬বিআইডব্লিউটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	উপসচিব (টিএ) জানান যে, গত ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো যাচাই-বাছাই/পর্যালোচনা করার জন্য যুগ্মসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে আহ্বায়ক করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির ১ম সভা গত ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় সভাপতি বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যানের পদটি গ্রেড-০১ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ করণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিআইডব্লিউটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২. উপসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	১০.৭মোবকে সদস্য (অর্থ) পদটি পূরণ সংক্রান্ত	মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান জানান যে, মোবকের সদস্য (অর্থ) পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূণ্য রয়েছে। তিনি দ্রুত পদটি পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি পদটি দ্রুত পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনতিবিলম্বে পত্র প্রেরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	মোবকের সদস্য (অর্থ) পদটিপূরণের জন্য দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (মোবক)
	১০.৮স্থলবন্দরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	স্থলবন্দর চেয়ারম্যান জানান যে, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি দ্রুত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি দ্রুত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপসচিব (বাস্থবক)

	১০.৯ মেরিন একাডেমীসমূহের নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন	কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী পাবনা জানান যে, মেরিন একাডেমীসমূহে নিয়োগ বিধিমালা না থাকায় নিয়োগ কার্যক্রম করা যাচ্ছে না। তিনি জরুরী ভিত্তিতে সকল মেরিন একাডেমির জন্য ১টি নিয়োগ বিধিমালা প্রনয়নের অনুরোধ জানান। সভাপতি মেরিন একাডেমীসমূহে নিয়োগবিধিমালা প্রনয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মেরিন একাডেমী সমূহের নিয়োগ বিধিমালা জরুরি ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে।	১. কমান্ড্যান্ট, সকল মেরিন একাডেমী ২.নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখা
	১০.১০ অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা প্রেরণ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় দপ্তর ও সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্ব স্বদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকেঅবহিত করার অনুরোধ করেন। দপ্তর ও সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্বস্ব দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণ সভাকে অবহিত করেন।	সকল দপ্তর ওসংস্থার প্রধানগণকে দ্রুত অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	১. নৌপম ২. দপ্তর ও সংস্থা প্রধান।

১১। (ক) আলোচনায় অংশ নিয়ে পায়রা বন্দরের বিদায়ী চেয়ারম্যান তাঁকে পায়রা বন্দরে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে সকল ধরনের সহযোগীতা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি পায়রা বন্দরের অবকাঠামো সমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে উদ্বোধনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পায়রা বন্দরের হারবার ও মেরিন এবং ট্রাফিক বিভাগকে শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। নূতনভাবে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

(খ) আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ “এম.ভি বাংলার সমৃদ্ধি” ইউক্রেনের অলিভিয়া বন্দরে অবস্থানকালে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ফেব্রুয়ারি’২০২২ মাসে আটকে যায় এবং জাহাজটি মিসাইল আক্রান্ত হয়। এতে জাহাজটির ব্রিজ এর সুপার স্ট্রাকচার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে জাহাজের ১ জন কর্মকর্তা থার্ড ইঞ্জিনিয়ার জনাব হাদিসুর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, সচিব মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক অল্প সময়ে মধ্যে উক্ত জাহাজের সকল ক্রুকে প্রত্যাবর্তন করানো হয় এবং ক্রুদের ইন্সুরেন্স ডিমান্ড আদায় করা হয়। সার্বিকভাবে তৎক্ষনাৎ প্রায় ৮ কোটি টাকা ক্রুদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করে মৃত ইঞ্জিনিয়ার জনাব হাদিসুর রহমানের পরিবারকে প্রায় ৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ক্রুদের প্রায় ৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। যেহেতু জাহাজটি কিছুটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে আটকে পড়ে ছিল তাই সেটি সরকারিভাবে পরিত্যাক্ত ঘোষিত হয়। পরিত্যাক্ত ঘোষিত হওয়ার পর পর জাহাজের ক্রুরা চলে আসায় এবং যুদ্ধের মধ্যে আটকে থাকায় ইন্সুরেন্সের ১ টি ধারা মোতাবেক কন্সট্রাকট্রিভ টোটাল লস (CTL) দাবী করা হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক ১জন লিগ্যাল এ্যাডভাইজার নিয়োগ করে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি’২০২৩ এ ১বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বীমাকারী সংস্থা কর্তৃক যাদের বীমার মাধ্যমে রি-ইন্সুরেন্স করা ছিল তাদের বীমা পরিশোধ করা হবে বলে জানায়। সে অনুযায়ী কার্যক্রম শেষ করা হয় এবং জাহাজটি রি-ইন্সুরেন্সুরার এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। জাহাজের মোট ক্রয়মূল্য ছিল প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার। পরবর্তী মূল্য ধরা হয় ২২.৪৮ মিলিয়ন ডলার। দাবীকৃত CTL বাবদ অর্থ মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অর্থ হতে কিছু অর্থ প্রিমিয়াম বাবদ দিতে হয়। প্রিমিয়াম দেওয়ার পর মোট ১৪.৩ মিলিয়ন ডলার পাওয়া যায়। জাহাজটি চীন সরকারের অর্থায়নে (লোন) ক্রয় করা হয়েছিল। জাহাজটি নিয়ে বাকি প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। সভাপতি কর্তৃক বিএসসির জাহাজটি উদ্ধার এবং ক্ষতি আদায়ের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

(গ) আলোচনায় অংশ নিয়ে চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যে, তাঁর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বদলির আদেশ হয়েছে। তিনি কর্মকালীন সময়ে সকল ধরনের সহযোগিতার জন্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন।

১২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২২.২৫

তারিখ: ১৯ বৈশাখ ১৪৩০
০২ মে ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা
২) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা

৩) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

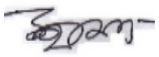

মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
উপসচিব